৫৮

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..2..1 DEC. 199[illegible]
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ..৬......

রাজধানীর স্কুলে স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ

রাশেদ আহমেদ ॥ রাজধানীতে বিভিন্ন স্কুলে শুরু হয়ে গেছে ভর্তি যুদ্ধ। সন্তানদের পছন্দসই বিদ্যাপীঠে ভর্তি নিয়ে অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। ভর্তির 'সোনার হরিণ' ধরতে তারা ধরনা দিচ্ছেন এ স্কুল থেকে সে স্কুলে। মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে ছুটোছুটি হচ্ছে প্রতিবারের মতো।

সরকারি-বেসরকারি অধিকাংশ স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ বা ফলাফল বের না হতেই অনেক নামকরা বেসরকারি স্কুল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু করে দিয়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় স্কুলে স্কুলে ডোনেশন প্রথা বহাল রয়েছে।

মহানগরীর সরকারি ২৪টি স্কুলে আগামী ২ থেকে ৭ই জানুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার জন্যে ফরম বিতরণ হবে। ৯, ১০ ও ১১ই জানুয়ারি এই স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল সরকারি-বেসরকারি স্কুলে শতকরা ১০ ভাগ আসন সংরক্ষিত থাকবে সরকারি প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্যে। গত বছর সরকারি এই নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না হওয়ায় এবার তাদের জন্যে পৃথক রংয়ের

রাজধানী ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

রাজধানী ঃ ভর্তিযুদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফরম ও প্রশ্নপত্র রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সংরক্ষিত ১০ শতাংশ কোটা সরকারের অনুমতি না নিয়ে স্কুলের নিজস্ব সিদ্ধান্তে অন্যভাবে পূরণ করা যাবে না- এ মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এক নির্দেশ জারি করেছে।

জানা গেছে, রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোতে সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে সম্প্রতি শিক্ষা অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে- সব স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে। প্রথম হতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে হবে এবং চতুর্থ হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত প্রশ্নপত্র রচনামূলক আকারে প্রণয়ন করা হবে। পরীক্ষায় উত্তরপত্রের মান বন্টন হবে এভাবে; প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী বাংলা-৫০, গণিত-৫০, তৃতীয় হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা-৩০, ইংরেজি-৩০ ও গণিত ৪০ নম্বর। ভর্তি পরীক্ষা হওয়ার তিন দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষার ফিস ৪০ টাকা ধার্য করা হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্যে রাজধানীর ২৪টি স্কুল তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে ৯ই জানুয়ারি 'এ' গ্রুপ, ১০ই জানুয়ারি 'বি' গ্রুপ এবং ১১ই জানুয়ারি 'সি' গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। প্রতি গ্রুপে রয়েছে ৮টি করে স্কুল। প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০টা হতে ১২টা এবং ষষ্ঠ হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা বেলা ১টা ৩০ মিনিট হতে ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। ৯ই জানুয়ারি 'এ' গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত যে ৮টি স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে. সেগুলো হচ্ছে ঃ

গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নিউ গভঃ গার্লস হাই স্কুল, ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

১০ই জানুয়ারি 'বি' গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষা হবে। স্কুলগুলো হচ্ছে ঃ মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা গভঃ মুসলিম হাইস্কুল, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলানগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ (স্কুল শাখা), ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়।

১১ই জানুয়ারি 'সি' গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত স্কুলগুলোর পরীক্ষা নেওয়া হবে। স্কুলগুলো হচ্ছে- ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলানগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (ধানমন্ডি), ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (টিকাটুলি), তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, তেজগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়।

অধিকাংশ স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হলেও বেসরকারি নামকরা কয়েকটি বিদ্যাপীঠের ভর্তি ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। ভিকারুন্নেছা নুন স্কুলের ভর্তির ফরম বিতরণ ইতোমধ্যে শেষ। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। জানা গেছে, এই স্কুলের বাংলা মিডিয়ামে শুধুমাত্র প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ আছে। মোট ১১ শাখায় প্রায় ৬শ' ছাত্রী ভর্তি নেওয়া হবে। ইংরেজি মিডিয়ামে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রায় ৫০টি আসন খালি আছে।

ঢাকা সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ করা হচ্ছে, চলবে জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রথম হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তি করা হবে। ফরমের মূল্য ৫০ টাকা।

সেন্টগ্রেগরি উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রথম হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর পর ফরম বিতরণ শুরু হবে। খালি আসন অনুপাতে ছাত্র ভর্তি করা হবে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি ফরম বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। তিনটি সেকশনে মোট ১৫০টি আসন খালি রয়েছে।

সন্তানকে ভর্তির উদ্বেগ উৎকন্ঠার কথা জানিয়ে অনেক অভিভাবকই জানিয়েছেন, নামকরা স্কুলগুলোতে ডোনেশন ছাড়া ভর্তির কথা চিন্তা করা যায় না। অনেক স্কুলে সরাসরি ডোনেশন দাবি করা হয়। আবার কোন কোন স্কুলের শিক্ষকরা উৎকোচ দাবি করেন ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে। নামকরা স্কুলগুলোর অনেক শিক্ষক ছাত্র ভর্তির সুযোগ দেখিয়ে খুলেছেন কোচিং সেন্টার। কোচিং করা ছাত্র-ছাত্রীরাই সংশ্লিষ্ট স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায় বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। অথচ এর কোন প্রতিকার নেই।